সমুদ্রজীবন নিয়ে ভ্রমনকাহিনী **সাগরের গল্প** নিয়ে কিছু কথা

তার ডাকনাম 'সাগর'। সাগর চলে গেলো সাগরে। জন্ম হবার পর থেকেই তাকে চিনি। দুরন্ত ছটফটে ছেলেটাকে একবার বলেছিলাম লিখতে, সে লিখেছিলো চিঠি। ভয়েস অফ আমেরিকার বাংলা বিভাগে। প্রাইমারী স্কুলে পড়া ছেলেটির হাতের লেখা ছিলো মোটামুটি, কিন্তু চিঠিতে ভাবের প্রকাশ দেখে আমি বিস্মিত, তার চেয়েও বেশী আশ্চর্য হয়েছিলেন তার বাবা। সেই থেকে শুরু, একসময় বিচিত্রা, যায়যায়দিনে লেখা, তারপর সাপ্তাহিক ২০০০-এ লিখেছে নিয়মিত। এবং লিখেছে অনলাইন পোর্টালে।

কাকতালীয়ভাবে তার ডাকনামের সাথে মিলে যায় ভ্রমণ কাহিনীর নাম। **"সাগরের গল্প"** আফলাতুন হায়দার চৌধুরীর প্রথম উপন্যাস যেখানে সে লিখেছে তার প্রথমদিকের সমুদ্রজীবনের নানান অভিজ্ঞতার কথা। দুরন্ত, ছটফটে ছেলেটা ভালোমত বড় হবার আগেই চলে যায় সাগরে, আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়ে কর্মজীবনে।

কাহিনীর শুরুটা নাটকীয়, দুনিয়ার অর্ধেকেরও বেশী ঘুরে অবশেষে ফেরার মুহূর্তে নিজ দেশে প্রবেশাধিকার পাচ্ছেনা। অবাক কান্ড, টানটান উত্তেজনা। এতো নিখুঁতভাবে পুরো ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যা আমাকে আটকে ফেলেছিলো সমগ্র উপন্যাসে। ধাপে ধাপে সমুদ্রজীবনে জড়ানো, সেখানকার জীবন, ভ্রমণ, অভিজ্ঞতা এসব নিয়ে তার এই চমৎকার গ্রন্থ যা আমাকে নিয়ে গেছে সাগরের গভীরে, দেশ থেকে দেশান্তরে। তার লেখায় সে তুলে ধরেছে নানা দেশের সমাজ আর জীবনযাত্রার প্রতিচ্ছবি। ট্রেনিং থেকে শুরু করে চাকুরীতে যোগ দেয়া, আবার ট্রেনিং তারপর প্রমোশন।

গভীর সমুদ্রের অপরূপ রূপ আর বিক্ষুব্ধ সাগরের প্রলংয়কারী চেহারা ফুটে তুলেছে তার লেখনীতে। কখনো যুদ্ধ জাহাজের সৈনিকেরা সার্চ করেছে। বিভিন্ন দেশের নেভী, পুলিশ, ইমিগ্রেশন, কোয়ারেন্টাইন, কাষ্টমস্ ইত্যাদি অথরিটির সাথে কাজ করা, নানান দেশের নানান রকম নিয়ম-কানুন, তাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ফুটিয়ে তুলেছে সুনিপুনভাবে। দেশ-বিদেশ ঘোরা বা এখানে ওখানে ঘুরেফিরে ছবি তোলার গল্প নয়, সে লিখেছে জীবন আর সমাজের গল্প, দেশ আর জাতির গড়ে ওঠার গল্প। বিভিন্ন দেশ, জাতির কঠোর পরিশ্রম, সাফল্য আর উন্নতির কাহিনী। ইতিহাস, যুদ্ধ, রাজনীতি, অর্থনীতি, সাধারণ মানুষের সংগ্রাম আর উন্নয়ন। আছে নানা ধরনের পরিবেশ আর খাবার-দাবারের কথা। বিভিন্ন দেশের প্লাগ, সকেট, টিভি সিস্টেমস্ এসব সূক্ষ্ম বিষয়ও উঠে এসেছে।

গোটা উপন্যাস অনেকগুলো পর্বে ভাগ করা হয়েছে। আনুক্রমিকভাবে সাজানো হলেও প্রতিটি পর্বের রয়েছে আলাদা বৈশিষ্ট্য। সুতরাং ইচ্ছে হলে শুরু করা যায় যেখান থেকে খুশী। তারপরও, প্রথম থেকে পড়া শুরু করলে থামা কঠিন বটে। নানা দেশের নানান জাতের মানুষের সাথে মেশা, বন্ধুত্ব হয়ে যাওয়া, সবকিছু ফুটিয়ে তোলা হয়েছে দক্ষতার সাথে, সুনিপূনভাবে ★ প্রচুর গবেষণালব্ধ তথ্য সহজ আর সাবলীলভাবে ফুটে উঠেছে এই উপন্যাসে। লেখা পড়ে ভুলেও মনে হবেনা এটা তার প্রথম উপন্যাস।

তার লেখনশৈলী আমাকে মুগ্ধ করেছে। সুনিপুন, পজিটিভ মানসিকতার লেখনী যেটা পড়ে ভালো লাগায় আর ভালোবাসায় মন ভরে যায়। জানা যায় অজানা অনেক তথ্য। গল্পের ছলে শেখা হয় অনেক কিছু।

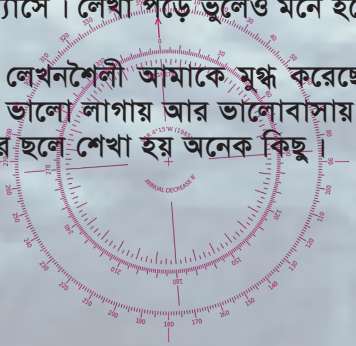

আকবর হায়দার কিরন
সাংবাদিক, লেখক
নিউ ইয়র্ক